নিরাপদ মাতৃত্ব প্রকল্প

“সুস্থ্য শিশু সুস্থ দেশ,বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ”

কেনো এই উদ্যোগ?

- বিভিন্ন এনজিও সংস্থা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে জানা যায় প্রতিবছর বাংলাদেশে ৩৫ লাখ মায়ের মধ্যে প্রায় ৬ হাজার মা-নিরাপদ মাতৃত্বের অভাবে অর্থাৎ প্রসবকালীন জটিলতায় মারা যাচ্ছে।
- সীমান্তবর্তী এলাকা দুর্গাপুরেও প্রতিবছর ৩০০-৩৫০ জন নারী প্রসবকালীন জটিলতায় অর্থাভাবে সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ায় অনেক মা ও শিশুর মৃত্যু হয়।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকেও পিছিয়ে রয়েছে দুর্গাপুর।

কেনো এই উদ্যোগ?

- আর একজন মা-মারা যাওয়া মানে তার সেই সন্তানের বেঁচে থাকাও দায় হয়ে পড়ে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব এখন সময়ের দাবি। এই দাবির পক্ষে যুক্তির আর অবকাশ রাখেনা।

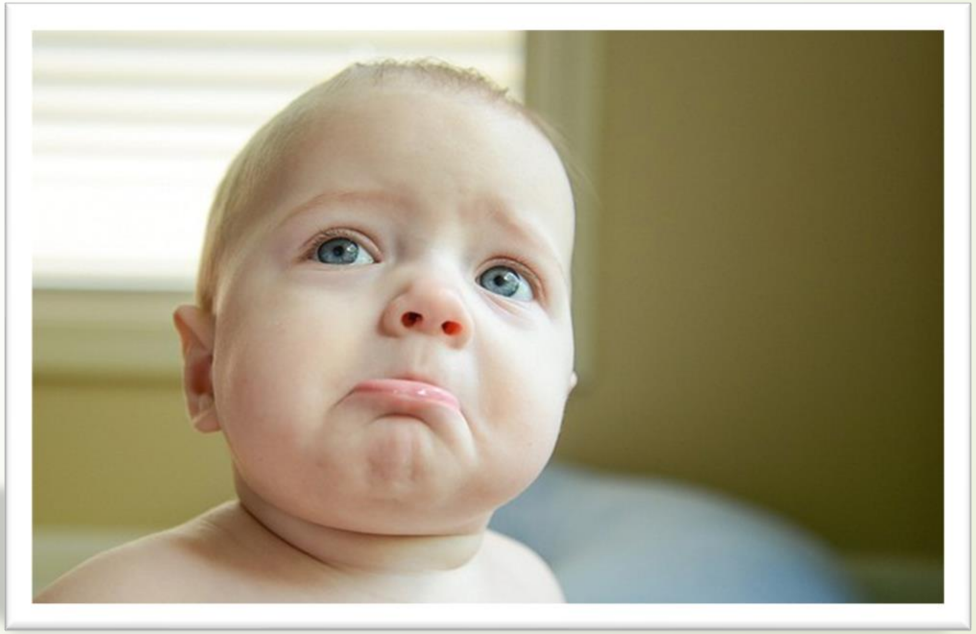

সমাধান

- নিরাপদ মাতৃত্বের লক্ষে বিভিন্ন ইউনিয়নে একটি যৌথ ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়।
- আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিদের সেই একাউন্টে টাঁকা জমা করতে উৎসাহিত করা।

সুবিধাভোগী...

নামঃ রেহানা আক্তার
পিতাঃ মোঃ আজিজ
ডাকঘরঃ দশাল
ইউনিয়নঃদুর্গাপুর

রেহানা আক্তার এর প্রসুতি কালীন খরচ এবং তাকে ক্লিনিকে পরিদর্শন এই প্রকল্পের মাধ্যমে তার খরচ বহন করা হয়

এনজিও সংস্থা,স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গদের সাথে নিয়ে সেবা গ্রহীতাকে পরিদর্শন

সুবিধাভোগী...

নামঃ রিনা আক্তার
পিতাঃ মোঃ শামছুল হক
ডাকঘরঃ কৃষ্ণপুর
ইউনিয়নঃগাওকান্দিয়া

রিনা আক্তার জমজ বাচ্ছা গর্ভে ধারণ করেন এবং গর্ভাবস্থায় তার একটি মেজর অপারেশন হয়। সেই খরচের ব্যয়ভার তার স্বামীর একার পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিলো না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তার খরচ বহন করা হয়

মায়ের সাথে সন্তান খেলা করছে

দাদীর সাথে জমজ দুই নাতনী

সুবিধাভোগী...

নামঃ জরিনা আক্তার
পিতাঃ মোঃ শামসউদ্দিন
গ্রামঃ সাহাবপুর
ডাকঘরঃ কৃষ্ণপুর
ইউনিয়নঃ গাওকান্দিয়া

জরিনা আক্তার জমজ বাচ্ছা প্রসবে প্রসুতি খরচ যোগান দেয়া হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে

সুবিধাভোগী...

নামঃ হাফসা খাতুন
পিতাঃ কাজল মিনা
ডাকঘরঃ কৃষ্ণপুর
ইউনিয়নঃ গাওকান্দিয়া

হাফসা খাতুনকে তিন মাসের সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় স্বামী তালাক দিলে তাকে সন্তান প্রসব ও পরবর্তীতে আরো কিছু আনুষঙ্গিক খরচ সেইফ বার্থ প্রকল্পের মাধ্যমে বহন করা হয়

সুবিধাভোগীদের স্বাক্ষাতকার (যমুনা টেলিভিশন)

ধন্যবাদ